প্রথম আলো

তারিখ 15 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১



প্রথম আলো
শনিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
editorial@prothom-alo.info

# বিদ্যালয়ে শিক্ষকসংকট

## শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজ কি সংকট বাড়ানো?

'মাধ্যমিক শিক্ষাকে সংকটে ফেলেছে মন্ত্রণালয়' শিরোনামে গতকাল শুক্রবার *প্রথম আলোয়* যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা যেমন উদ্বেগজনক, তেমনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বহীনতাও বটে। *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২১৩টিতেই প্রধান শিক্ষক নেই। পাশাপাশি ৪৪৬টি সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদের বিপরীতে খালি আছে ১৩৭টি পদ। যাঁরা এই পদে আছেন, তাঁদের অনেকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সে ক্ষেত্রে এই শূন্য পদ আরও বেশি। আর সহকারী শিক্ষকের পদ খালি আছে এক হাজার ৫৩২টি।

এসব তথ্য কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো মাথাব্যথা নেই। থাকলে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা এমন ঔদাসীন্য দেখাতে পারত না। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বেসরকারি বিদ্যালয়ের চেয়ে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা ভালো হয় বলে জনমনে ধারণা আছে। এখন মনে হচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। না হলে শিক্ষকদের পদোন্নতি নিয়ে এমন তুঘলকি কাণ্ড কেন করবে? প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণের জন্য মন্ত্রণালয় সহকারী প্রধান শিক্ষকদের পদোন্নতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। খুবই ভালো কথা। কিন্তু সেই পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করায় পুরো প্রক্রিয়াটিই আটকে আছে। সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদটি সমমানের। সহকারী প্রধান শিক্ষকদের পদোন্নতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা আদালতে রিট করেছেন।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বা কর্মকমিশনকে বলা হয়েছে বলে যে যুক্তি দেখাচ্ছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর যেখানে সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী প্রধান শিক্ষক উভয়কে পদোন্নতির সুপারিশ করে, সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কেন অন্যায্য সিদ্ধান্তটি নিল? এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মন্ত্রী কী ব্যবস্থা নেন, এটাই দেখার বিষয়।

কেবল মাধ্যমিক পর্যায়েই নয়, প্রাথমিক ও কলেজ পর্যায়েও শিক্ষকদের বহু পদ শূন্য রয়েছে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একই বিভাগে একাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। তাহলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া কীভাবে হবে? মানসম্মত শিক্ষাদান নিশ্চিত করার জন্যই একসময় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সরকারীকরণ করা হয়েছিল। এখন যদি সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান আরও নিম্নমুখী হয়, তাহলে আফসোসের শেষ থাকবে না।

সরকারি বিদ্যালয় মানে তুলনামূলক সুবিধাপ্রাপ্ত ও উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেই উন্নত বিদ্যাপীঠগুলোর মান নিচে নামানোর কোশেশ করছে কেন? জনগণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ নেই। আশা করি, শিক্ষামন্ত্রী সমস্যাটির প্রতি নজর দেবেন এবং সব পর্যায়ের শিক্ষকের শূন্য পদগুলো অবিলম্বে পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নেবেন।